Order Date 10-6-2010

কলকাতা শনিবার ১২ জুন ২০১০

মুসলিমদের চাকরি সংরক্ষণ দ্রুত শেষ করতে উদ্যোগী রাজ্য

রঞ্জন সেনগুপ্ত

ধারাবাহিক ভোট-বিপর্যয়ের মধ্যে একটু ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ পেতে সরকারি চাকরিতে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণের কাজ দ্রুত শেষ করতে চাইছে বামফ্রন্ট সরকার। বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা করে ও নথি ঘেঁটে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত কুশীলবেরা মনে করছেন, আইন বাঁচিয়ে ওবিসি-র মধ্যে দু'-তিনটি 'সাব ক্যাটেগরি' করলেই চাকরিতে মুসলিমদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ১০% সংরক্ষণের ঘোষণা বাস্তবায়িত করা যাবে।

কী ধরনের আর্থ-সামাজিক মাপকাঠির ভিত্তিতে বিভিন্ন 'ওবিসি' সম্প্রদায়ের জন্য 'সংরক্ষণ' চালু হয়েছে, তা দেখতে সম্প্রতি কর্নাটক গিয়েছিলেন রাজ্যের অনগ্রসর কল্যাণ দফতরের তিন প্রতিনিধি। তাঁদের অভিজ্ঞতা: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, উপার্জনের মতো যে সব আর্থ-সামাজিক মাপকাঠির বিচারে ওবিসি তালিকার মধ্যেও কর্নাটক সংরক্ষণ চালু করেছে, তা পশ্চিমবঙ্গেও প্রযোজ্য হতে পারে। তবে কর্নাটক এ ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, পশ্চিমবঙ্গে তার প্রয়োজন নেই। কর্নাটকে ওবিসি তালিকার মধ্যেই পাঁচটি বিভাগ। তার মধ্যে আরও কয়েকটি উপ-বিভাগ তৈরি করা হয়েছে। যেমন, 'সর্বাধিক অনগ্রসর'-এর জন্য ৪%, 'আরও অনগ্রসর'-এর জন্য ১৫% এবং মুসলিমদের জন্য ৪% সংরক্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু এ রাজ্যে ওবিসি-তালিকায় এত ভাগাভাগির দরকার নেই বলে জানান রাজ্য সরকারের এক মুখপাত্র। কেন, তার ব্যাখ্যাও দেন অনগ্রসর কল্যাণ দফতরের অফিসারেরা। তাঁদের বক্তব্য, "সাচার কমিটি, রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশন এবং ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ওবিসি-তালিকাভুক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্থ-সামাজিক ভাবে মুসলিমরাই সবচেয়ে অনগ্রসর।"

এবং এই তথ্যের ভিত্তিতেই রাজ্যে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ চালু করতে ওবিসি-তালিকায় দু'থেকে তিনটের বেশি বিভাগ করার প্রয়োজন হবে না বলে মনে করছেন অফিসারেরা। অনগ্রসর কল্যাণমন্ত্রী যোগেশ বর্মনও বলেছেন, "ওবিসি-তে সংরক্ষণ চালু করতে হলে খুব বেশি হলে তিনটে বিভাগ করতে হবে।" কী ভাবে তা করা হবে?

সরকারের এক মুখপাত্র জানান, দু'টো বিভাগ করতে হলে সেগুলো হবে 'অনগ্রসর' এবং 'আরও অনগ্রসর।' তিনটি বিভাগ দরকার হলে এর সঙ্গে জুড়বে 'সর্বাধিক অনগ্রসর।' বিভিন্ন সমীক্ষা-রিপোর্ট খতিয়ে দেখে সরকারি কর্তারা নিশ্চিত, পশ্চিমবঙ্গে ওবিসি-তালিকার মধ্যে 'সর্বাধিক পশ্চাৎপদ' বিভাগে থাকবেন মুসলিম সম্প্রদায়েরই লোকজন, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণামতো যাঁদের জন্য চাকরিতে ১০% আসন সংরক্ষিত থাকবে। বাকি হিন্দু সম্প্রদায়গুলি পড়বে একটি ক্যাটেগরিতে, যাদের জন্য চাকরিতে ৭% আসন সংরক্ষিত থাকবে। সব মিলিয়ে সরকারি চাকরিতে ওবিসি-র জন্য ১৭% আসন সংরক্ষিত থাকবে।

সংরক্ষণের বিষয়টি চূড়ান্ত করার আগে অবশ্য এ মাসেই একটি কমিটি গড়ে ওবিসি তালিকাভুক্ত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে নমুনা সমীক্ষার কাজ শুরু করা হবে। তা শেষ করতে সময় লাগবে মাস দুয়েক। এর মধ্যে চলতি মাসে বিধানসভার অধিবেশন শুরু হলে অনগ্রসর কল্যাণ কমিশনের সংশ্লিষ্ট আইনের সংশোধনী এনে বিল পেশ করা হবে। এই সব শেষ করে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে সুপারিশ তুলে দেওয়া হবে। তিনিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

শারদোৎসবের আগেই মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণামতো সরকারি চাকরিতে ১০% মুসলিম-সংরক্ষণ পাকা করে ফেলা সরকারের লক্ষ্য।

ডাক-ডিগ্রিকে সমান মর্যাদা

অরুণোদয় ভট্টাচার্য

নির্দেশ হাইকোর্টের

এক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ নাম-পরিচয়ের উপরে সেখান থেকে পাওয়া নম্বর ও ডিগ্রিকে গুরুত্ব দেওয়া হত। শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসি-র সিদ্ধান্তে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সেই ফারাক ঘুচে যায়। এ বার কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিল, ডাকযোগে কেউ শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়ালে তাঁর ডিগ্রিকেও যে-কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস করে পাওয়া ডিগ্রির সমান মর্যাদা দিতে হবে। সমান বেতন ও ভাতা দিতে হবে ওই দুই ডিগ্রিধারী শিক্ষক বা কর্মীদের।

হাইকোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত বৃহস্পতিবার রাজ্যের শিক্ষা দফতরকে নির্দেশ দেন, দেশের যে-কোনও অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়মিত ক্লাস করে বা ডাকযোগে শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়ালে এই দুইয়ের মধ্যে কোনও রকম বৈষম্য করা যাবে না। এমনকী কোনও বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়কে মূল্য দেব আর অন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে মূল্য দেব না— এটাও চলবে না।

নদিয়া জেলা স্কুল পরিদর্শক পলাশির মীরা হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাদুরাই কামরাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া বিএড ডিগ্রি খারিজ করে দিয়েছিলেন। সোমনাথবাবু শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। বিচারপতি এ দিন জানিয়ে দেন, যে-ভাবে ওই ডিগ্রি খারিজ করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে এই ধরনের বৈষম্য করার কোনও সুযোগই নেই। স্কুল পরিদর্শক যা করেছেন, তা বেআইনি।

সোমনাথবাবু স্কুল সার্ভিস কমিশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মীরা হাইস্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। তখনই তিনি তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্র জমা দিয়েছিলেন। সেই নথিপত্রের মধ্যে বিএডের শংসাপত্রও ছিল। জেলা স্কুল পরিদর্শক সব খতিয়ে দেখেই তাঁকে শিক্ষক হিসেবে অনুমোদন দেন। পাঁচ বছর শিক্ষকতাও করেন তিনি। ইতিমধ্যে স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য হয়। পরিচালন সমিতি জানায়, যে-সব শিক্ষকের ন্যূনতম পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা, এমএ এবং বিএড ডিগ্রি আছে, তাঁরা সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। সোমনাথবাবুও আবেদন করেন। কিন্তু তাঁকে সাক্ষাৎকারে ডাকা হয়নি। জেলা স্কুল পরিদর্শক তাঁকে জানান, তিনি ডাকযোগে বিএড করেছেন। তাই তিনি সাক্ষাৎকারে ডাক পাওয়ার যোগ্য নন। অথচ ওই স্কুলে বর্ধমান ও বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাকযোগে পাওয়া বিভিন্ন ডিগ্রিকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।
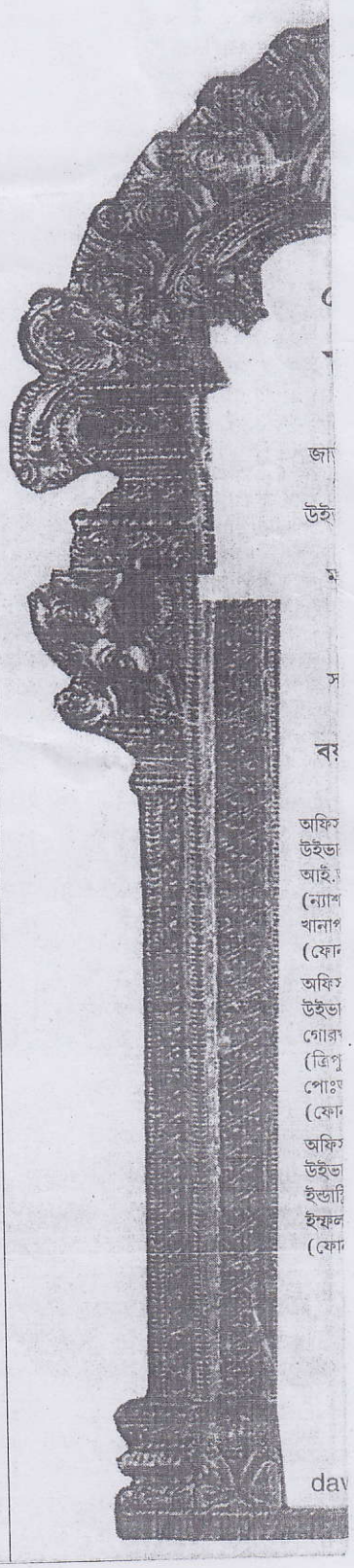
দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পরে হাইকোর্ট এ দিন জানিয়ে দেয়, সোমনাথবাবুকে সাক্ষাৎকারে ডাকতে হবে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া বিএড ডিগ্রির জন্য প্রার্থীকে সাক্ষাৎকারে যত নম্বর দেওয়া হয়, তা দিতে হবে তাঁকেও। একই সঙ্গে অন্য প্রার্থীদের বিএড ডিগ্রি থাকলে যে-বেতনক্রম দেওয়ার কথা, সোমনাথবাবুকেও তা দিতে হবে।